ধারণাপত্র | বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৬

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩ মে তারিখকে 'বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে, যা বিশ্বব্যাপী স্বাধীন গণমাধ্যম এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রসারের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এরপর থেকে স্বাধীন গণমাধ্যমের প্রসার এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্রুত বিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক গণমাধ্যম জগতে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সাধিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কাঠামো এবং মানবাধিকারের মানদণ্ডগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, টেকসই উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে ক্রমাগত সুদৃঢ় করেছে।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করেছে। ইউনেস্কোর বৈশ্বিক বিশ্লেষণে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান অবনতি, সেলফ-সেন্সরশিপ বা স্ব-আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বৃদ্ধি এবং সাংবাদিকদের ওপর বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান হুমকির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তথ্য ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে, যা পেশাদার সাংবাদিকতার স্থায়িত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার পাশাপাশি ভুল তথ্য ও অপতথ্যের বিস্তারকে ত্বরান্বিত করছে। এই প্রেক্ষাপটে, উইন্ডহুক+৩০ ঘোষণাপত্রে (২০২১) পুনর্ব্যক্ত করা "জনস্বার্থ হিসেবে তথ্য" ধারণাটি আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

জনআস্থা পুনরুদ্ধার: বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা

গণমাধ্যমের ওপর জনগণের আস্থা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য মৌলিক একটি বিষয়, যা নাগরিকদের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া, তথ্যভিত্তিক উন্মুক্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করা এবং ক্ষমতাবানদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার সুযোগ তৈরি করে। ইউনেস্কো জোর দিয়ে বলেছে যে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন, বহুমুখী এবং পেশাদার গণমাধ্যম অপরিহার্য। তবে ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ডস ইন ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন অ্যান্ড মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট' প্রতিবেদনে বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হ্রাস এবং সেলফ-সেন্সরশিপ বা স্ব-আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, বিশেষ করে নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তরের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল পরিস্থিতিগুলোতে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জগুলো বিশেষভাবে দৃশ্যমান, কারণ দেশটি বর্তমানে একটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও সংস্কারমূলক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইউনেস্কো এবং ইউএনডিপির সাম্প্রতিক একটি গণমাধ্যম মূল্যায়নে তুলে ধরা হয়েছে যে, আইনি সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক চাপ এবং গণমাধ্যম খাতের কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা এখনও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ চর্চাকে সীমিত করছে। এই বিষয়গুলো শাসনব্যবস্থা, জবাবদিহিতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াসহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে, যা শেষ পর্যন্ত গণমাধ্যম ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান উভয়ের ওপর জনগণের আস্থাকে প্রভাবিত করছে।

তথ্য ব্যবস্থার রূপান্তর এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও তীব্র করেছে। বাংলাদেশে ভুল তথ্য, অপতথ্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণার দ্রুত বিস্তারের কারণে ডিজিটাল মাধ্যম এখন ক্রমশ বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের সময় এই ঝুঁকিগুলো আরও বেড়ে যায়, যা নাগরিকদের তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে এবং উন্মুক্ত আলোচনাকে বিকৃত করে। একইসঙ্গে, গণমাধ্যম ও তথ্য সাক্ষরতার সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বল তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ার কারণে বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতার ওপর আস্থা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে ইউনেস্কোর কাজ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, সাংবাদিকদের ওপর হুমকি, হয়রানি, নজরদারি এবং আইনি চাপ শুধু ব্যক্তিবিশেষকেই বিপন্ন করে না, বরং জনগণের তথ্য জানার অধিকারকেও সংকুচিত করে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের মালিকানার কেন্দ্রীভবন এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার মতো উদ্বেগের পাশাপাশি এই ধরনের চাপ সেলফ-সেন্সরশিপ বা স্ব-আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাড়ায় এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতা হ্রাস করতে পারে, বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয়গুলোর সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে।

এই প্রেক্ষাপটে জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য গণমাধ্যম পরিবেশের কাঠামোগত এবং রাজনৈতিক উভয় দিকই সমাধান করা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতি অনুধাবন করে, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি, স্বাধীন সাংবাদিকতা রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা জোরদার করতে সাংবাদিক, সম্পাদক, গণমাধ্যমের মালিক, নীতিনির্ধারক এবং নাগরিক সমাজসহ গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট সকলে কীভাবে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৬ এর উদ্দেশ্য

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬.১০ এর বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বাংলাদেশে জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ভূমিকা পর্যালোচনা করাই বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৬ এর লক্ষ্য।

এই পর্যালোচনায় যেসব বিষয় স্থান পাবে:

- মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা।
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, জনগণের আস্থা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার মধ্যকার সম্পর্ক অন্বেষণ করা।
- অপতথ্য, রাজনৈতিক চাপ এবং নিরাপত্তা উদ্বেগসহ গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে এমন প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা।
- গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট অংশীজন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- সাংবাদিকতায় পেশাদারিত্বের মান, গণমাধ্যমের নৈতিকতা এবং তথ্যের শুদ্ধতা জোরদার করতে উৎসাহিত করা।

মূল কার্যক্রম

অনুষ্ঠানটি একটি উদ্বোধনী অধিবেশনের মাধ্যমে শুরু হবে, যা বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং জনগণের আস্থা সংক্রান্ত আলোচনার ভিত্তি তৈরি করবে। এর পরপরই বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, জনআস্থা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার বিষয়ে একটি তথ্যভিত্তিক বিতর্ক উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

প্যানেল আলোচনা: গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং জনগণের আস্থা

একজন সঞ্চালকের পরিচালনায় একটি প্যানেল সাংবাদিক, সম্পাদক, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিত করবে, যেখানে "জনআস্থা পুনরুদ্ধার: বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা" শীর্ষক মূলভাব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তুগুলো হবে:

- বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে জনআস্থা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার নিয়ামকসমূহ
- সম্পাদকীয় স্বাধীনতা, পেশাদারিত্বের মান এবং নিউজরুমের জবাবদিহিতা
- গণমাধ্যমের মালিকানা, স্থায়িত্ব এবং কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা
- অপতথ্য মোকাবিলা এবং তথ্যের শুদ্ধতা জোরদার করা

একটি উন্মুক্ত আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব অংশগ্রহণকারীদের জন্য, বিশেষত সাংবাদিক, শিক্ষার্থী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের, তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের সুযোগ তৈরি করবে, যা গণমাধ্যমের ওপর আস্থা পুনরুদ্ধারে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপকে উৎসাহিত করবে।